পর্ব -৩১

Major Climate Agreements

গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু চুক্তি

দ্যা সায়েন্স কমিউনিকেটর ফোরাম এর পক্ষে

রাজ্যেশ্বর সাহা

কলেজের শিক্ষিকাঃ	শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জী (সুমধুর ভারী কণ্ঠস্বর)
কফিওয়ালাঃ	গণেশ দা (ফ্যাঁসফেঁসে গলা পুরুষ)
আবহাওয়াবিদঃ	ত্রিলোচন আচার্য (ভারী কণ্ঠস্বর)
কলেজ ছাত্রীঃ	আরাধ্যা (সুমধুর বাচ্ছা কণ্ঠস্বর)
	সৃঞ্জয়ী (সুমধুর কণ্ঠস্বর)
	প্রিয়াঙ্কা (সুমধুর কণ্ঠস্বর)
	রূপলেখা (সুমধুর কণ্ঠস্বর)
	সায়ন (ছাত্রের কণ্ঠস্বর)
	অর্ক (ছাত্রের কণ্ঠস্বর)
	কৌস্তভ (ছাত্রের কণ্ঠস্বর)
	পুলক (ছাত্রের কণ্ঠস্বর)
	শুভাঙ্গী দে (ছাত্রীর কণ্ঠস্বর)

সায়নঃ কিরে আরাধ্যা কি পড়ছিস এতো মন দিয়ে ।

আরাধ্যাঃ আরে দাঁড়া, দাঁড়া আর একটু বাকি আছে রে। তারপর বলছি, দাঁড়া ,দাঁড়া

এইতো আর একটু বাকি,শেষ হয়ে এসেছে রে,

হ্যাঁ, বল এবার কি বলবি বলছিলিস।

সায়নঃ বলছি যে, কি পড়ছিস এতো মন দিয়ে।অ্যাঁ

আরাধ্যাঃ আরে একটা ভ্রমণের গল্প পড়ছিলাম রে ,খুব সুন্দর লাগছিল ।

শুভাঙ্গীঃ আরে গল্পটা বল,

আরাধ্যাঃ আরে গল্পটা পড়তে, পড়তে মনে হচ্ছিল যেন আমিই একটা ট্রেকার এর মাথায় উঠে পড়েছি ,আর কি বলত ট্রেকারটি

চলছে আর চলছে, দুধারে লম্বা লম্বা গাছ।সবুজ আর সবুজ আর তার মাঝদিয়ে কুচ কুচে কালো পীচ ঢালা রাস্তার উপর দিয়ে এগিয়ে চলছি,

সায়নঃ বাবা , তুই তো ভালো গল্প বর্ননা করতে পারিস।

আরাধ্যাঃ (হাসি) দুস , কী যে বলিস,

সায়নঃ যাগ্যে যাগ্যে, তার পর, তারপর

তার... ।তার.....পরর নিশচই সেই জঙ্গল থেকে বাঘ বেড়িয়ে এলো ; হা হা (হাসি)।

আরাধ্যাঃ সায়ন খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু .....এবার তুই নিশ্চই বলবি আমার ট্রেকার এর সামনে থেকে বাঘ কে যেতে দেখলাম তাই না। এই জন্যই আমি তোদের সামনে কিছু বলিনা, বুঝলি তো (রেগে গদ গদ হয়ে)

(সবাই এক সাথে হা হা করে হাসি)

এই দেখ দেখ, প্রিয়াঙ্কা কেমন হন্ত দন্ত হয়ে আসছে ।

প্রিয়াঙ্কাঃ এই আরাধ্যা, সৃঞ্জয়ী, রূপলেখা, অর্ক, কৌস্তভ গেল কোথায় রে?

রূপলেখাঃ এই তো ওরা এখানেই ছিল কিন্তু গেল কোথায়? আমারও তো তাই প্রশ্ন

সৃঞ্জয়ীঃ কি বলতো প্রিয়াঙ্কা ওরা তো বলছিল লাইব্রেরী তে যাবে, চল তো একবার ঢু মেরে আসি, চল্ নিশ্চয়ই ওরা লাইব্রেরীতেই পড়াশুনো করছে।

রূপলেখাঃ তার মানে ওদের সাথে পুলক ও আছে নিশ্চই (হাসি)

প্রিয়াঙ্কাঃ ওরা যদি লাইব্রেরীতে থাকে তাহলে.....

রূপলেখাঃ এই প্রিয়াঙ্কা কি বিড় বিড় করছিস রে।

আরাধ্যাঃ কি হল প্রিয়াঙ্কা, কি বিড় বিড় করে বলছিস, নিশ্চই আবার কোন দুষ্টুমি বুদ্ধি আটছিস নাকি (হাসি)

রূপলেখাঃ দাঁড়া তোরা, আমি দেখে আসছি। আর লাইব্রেরীতে বসে কথা বলাটা ঠিক হবে না। দাঁড়া দাঁড়া আমি দেখে আসছি।

বা বা এই তো সবাই রয়েছে এই সৃঞ্জয়ী, রূপলেখা, অর্ক, কৌস্তভ একটু বাইরে আয়তো।

প্রিয়াঙ্কাঃ চল্ তাহলে ক্লাস রুমেই যাই।

দৃশ্য পরিবর্তন

(গান তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই। তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই।)

সায়নঃ গান গাইতে গাইতে বল্ , কি বলবি বলছিলিস, বল্ বল্,

প্রিয়াঙ্কাঃ আমরা এখন সিনিয়ার। ম্যাডাম বলছিলেন যে একটা সেমিনার আছে সামনের সপ্তাহে ঐ সেমিনারে আমরা যাব কিন্তু।

রূপলেখাঃ হ্যাঁ রে প্রিয়াঙ্কা আমরা সবাই মিলে ম্যাডাম কে বলব, আমরা সবাই যেতে চাই।

কৌস্তভঃ একদম ঠিক বলেছিস রে, আর কি বলত, আগের মাসেই সেকেন্ড ইয়ারের দাদা দিদিরা তো ফিল্ড স্টাডি করে এলো! ওরা খুব মজা করেছে। সুন্দর সুন্দর ফিল্ড ওয়াকের ছবি পোষ্ট করেছে ।

প্রিয়াঙ্কাঃ হ্যাঁ ভাই, আমরা কবে যাব?

শুভাঙ্গীঃ এই দেখ তো কটা বাজে? রূপলেখা?

রূপলেখাঃ এই তো সোয়া দুটো,

সৃঞ্জয়ীঃ এই এখন শর্মিষ্ঠা ম্যামের ক্লাস আছে না?

তাহলে ক্লাসের পর সবাই মিলে ঐ সেমিনারটার ব্যাপারে কথা বলব। ঠিক আছে সবাই রাজি। বন্ধুগণ সব রাজি তো। (আনন্দিত)

অর্কঃ হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে। এই প্রিয়াঙ্কা ঐ তো ম্যাডাম ক্লাসে আসছেন।

(শর্মিষ্ঠা ম্যামের ক্লাসে প্রবেশ, সবাই উঠে এক সাথে গুড আফটার নুন ম্যাম)

ম্যাডামঃ গুড আফটারনুন কেমন আছো সবাই।

আবার সবাই একসাথে হ্যাঁ ম্যাম ভালো আছি, আপনি?

ম্যাডামঃ এখন ভালো আছি, কদিন ধরে যা গেল 'ফণীর আশঙ্কা' । কদিন ধরে ফণী, ফণী করে যা গেল উঃ ভয়ঙ্কর বাবা!

প্রিয়াঙ্কাঃ ম্যাডাম টিভিতে ফণীর দাপটে যেভাবে একের পর এক বাড়ির চাল থেকে টেলিফোনের টাওয়ার গাছপালা উপড়ে পড়ার দৃশ্য দেখলাম বাবা! ঐ কথা মনে পড়লেই কেমন যেন হচ্ছে, ভাগ্যিস...!

ম্যাডামঃ ওড়িষ্যার উপর গেল বলে বাঁচাল।

ফণীর ফণায় সবাই কুপকাত

রূপলেখাঃ হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম|

ম্যাডামঃ যাকগে, যাকগে ফণী তো গেল তোমাদের পরীক্ষাও তো এসে গেল, কিন্তু থার্ড ইয়ার এটা মনে রেখ প্রত্যেকের ফার্স্ট ক্লাস চাই।

ক্লাস টেস্ট এসেই গেল। বলো তোমাদের আর কার কি অসুবিধা আছে।

প্রিয়াঙ্কাঃ ম্যাম সবই তো করিয়ে দিয়েছেন, আমাদের তেমন কোন আর অসুবিধা নেই।

অর্কঃ হ্যাঁ ম্যাম।

ম্যাডামঃ তোমাদের আরাধ্যা, সৃঞ্জয়ী, কৌস্তভ, শুভাঙ্গী তোমাদের কিছু অসুবিধা

সবাই একসাথে না ম্যাম, কিছু অসুবিধা নেই।

প্রিয়াঙ্কাঃ ম্যাডাম আপনি বলেছিলেন একটা সেমিনার আছে

ম্যাডামঃ হ্যাঁ, তোমাদের নাম পাঠিয়েছি তোমাদের নিয়ে যাব, আর জান তো সেমিনারটা (Major Climate agreements) 'গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু চুক্তির' উপর হচ্ছে তোমরা কিন্তু একটু পড়াশুনো করে এসো। আগামীকাল ক্লাসে ঐ বিষয়েই আলোচনা করব।

কৌস্তভঃ ম্যাডাম, এই সেমিনারটা আপনি বলেছিলেন যে নর্থবেঙ্গলে হবে।

ম্যাডামঃ হ্যাঁ, নর্থবেঙ্গলেই হবে। আর শুনে নাও সেমিনারটা দুদিন ধরে চলবে কিন্তু। মানে, আমরা সামনের সপ্তাহের মঙ্গলবার রওনা দেব আর শুক্রবার ফিরব।

তবে চাইলে আমরা আরও একদিন স্টে করতে পারি কিন্তু।

প্রিয়াঙ্কা, সৃঞ্জয়ী, কৌস্তভ , আরাধ্যা সবাই একসাথে বলে উঠল হ্যাঁ ম্যাম আমরা আর একদিন স্টে করতে চাই। (আবদারের ভঙ্গীতে, খুশি খুশি)

ম্যাডামঃ হ্যাঁ ঠিক আছে আগামীকাল সাড়ে দশটায় সবাই চলে এসো। প্রিন্সিপাল স্যারের কাছ থেকে চিঠিটা সাইন করে নিতে হবে। তারপর ট্রেণের টিকিটটাও কেটে ফেলতে হবে। আর তো বেশী দিন নেই আর মাত্র আট দিন বাকি।

অর্কঃ ম্যাডাম আগের বারের মত আগামীকাল কলেজের আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে আসব।

ম্যাডামঃ হ্যাঁ, তার সাথে তোমাদের আধার কার্ডটাও সঙ্গে রেখ ঠিক আছে তাহলে।

পরের দিন

রূপলেখাঃ গুড মর্নিং, ম্যাডাম, [সাথে সাথে সবাই একসাথে বলে উঠল গুড মর্নিং ম্যাডাম]

ম্যাডামঃ কি, আজ কি আলোচনার কথা ছিল? সবার মনে আছে নিশ্চয়!

প্রিয়াঙ্কাঃ ম্যাডাম, গুরুত্বপূর্ন জলবায়ু চুক্তির উপর।

আচ্ছা, বিশ্বের এই উষ্ণায়ন জনিত সঙ্কট নিয়ে আলোচনা, মিটিং শুরু হয়েছিল ১৯৯২ সালের রিও ডি জেনিরো বসুন্ধরা সম্মেলনে কি শুরু হয়েছিল! তাতেই কি প্রথম শুরু হয়েছিল?

ম্যাডামঃ হ্যাঁ ঠিক বলেছ, তোমরা যে বসুন্ধরা বৈঠক পড়েছিলে না, সেই বৈঠক থেকেই শুরু হয়েছিল এবং এই বৈঠকে ঠিক হয়েছিল যে সমস্ত দেশ শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা পর্যায় পৌঁছেছে। সুতরাং তারা এখন থেকে নিজেদের দেশে শিল্প ক্ষেত্রে এই সমস্ত উষ্ণতা বর্ধক গ্যাসের নির্গমনের পরিমানও ক্রমশ কমিয়ে আনবে।

রূপলেখাঃ ও আচ্ছা

অর্কঃ আচ্ছা ম্যাডাম, আমার মনে হয় এটি একটি দেশের কাজ নয়, এক সাথে আনেক দেশকেই এগিয়ে আসতে হবে। মানে বিশেষ করে উন্নত দেশগুলিকে।

ম্যাডামঃ হু, অর্ক তুমি একদম ঠিক বলেছ।

ম্যাডামঃ হ্যাঁ, একযোগে সমস্ত শিল্পন্নত দেশগুলিকে, ফলত উষ্ণতা বর্ধক গ্যাসের পরিমানকে অনেকটা কমিয়ে আনতে হবে।

কৌস্তভঃ আচ্ছা ম্যাডাম, আমার একটা প্রশ্ন আছে এই যে মারাত্মকভাবে ধেয়ে আসছে বিশ্ব উষ্ণায়ন, আর উষ্ণায়ন রুখতে পৃথিবীর সমস্ত দেশ একযোগে সামিল হতে হয়েছে রোধের উপায় বার করার জন্য – ম্যাডাম এটা তো আর একদিন বা রাতারাতি সম্ভব হয়নি। কিন্তু কিভাবে হল।

ম্যাডামঃ খুব ভালো প্রশ্ন করেছ কৌস্তভ, এই বিষয়টা নিয়েই আমি আগের ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম। প্রিয়াঙ্কা, তুমি বলো দেখি।

প্রিয়াঙ্কাঃ ম্যাডাম, সভ্যতার সৃষ্টি থেকে, কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রভাব বিস্তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়েছে। তবে এখন দেখা যাক কী কী পদ্ধতিতে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান বাড়তে পারে। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে আমরা ক্রমাগত বেশী জ্বালানী পোড়াচ্ছি। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা পোড়াচ্ছি, বেশী সিমেন্ট বানাচ্ছি। বাড়ি বানাচ্ছি, জলজ প্রাণীদের মেরে ফেলছি, তাদের বাসযোগ্য জায়গা কেড়ে নিচ্ছি।

ম্যাডামঃ প্রিয়াঙ্কা তুমি কিন্তু আর একটা বিষয় স্কিপ করে গেছ।

রূপলেখাঃ (হেসে) আমি বলব ম্যাম।

ম্যাডামঃ বলো।

রূপলেখাঃ সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে,পীচের বড়ো বড়ো রাস্তা বানানো , শহর পত্তন, আর শহর পত্তন মানে নগরায়ণ! মানে URBANIZATION মানে তো গাছপালা কেটে ফেলা, আকাশ ছোঁয়া বাড়ি, বড়ো বড়ো কারখানা বানানো তাই না ম্যাম!

অর্কঃ আমি একটি ম্যাগাজিনে পড়ছিলাম ম্যাম, যে, এত এসি মেশিনের ব্যবহারের জন্য গ্রীন হাউস গ্যাস, আবার এই উষ্ণতা বর্ধক গ্যাসগুলো বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তরের ছিদ্র করে দিচ্ছে যার ফলে সূর্যালোকের ক্ষতিকর অতি বেগুনি রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে চলে আসছে।

[ম্যাডামের ফোনের ভাইব্রেশন এর আওয়াজ]

ম্যাডামঃ হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ আমি ক্লাসে আছি আপনি ডিপার্টমেন্টে বসুন, আমি আসছি।

আসলে আমাদের যিনি নর্থবেঙ্গলে যাওয়ার টিকিট কেটে দিচ্ছেন, তিনি আসেছেন সবাই এর ডকুমেন্টস্ নেওয়ার জন্য। তোমরা নিয়ে এসেছ তো?

(সবাই একসাথে বলল হ্যাঁ ম্যাম)

ম্যাডামঃ পুলক তুমি সবাই এর ডকুমেন্টসগুলো একসাথে করে নিয়ে এসো তো ডিপার্টমেন্টে।

পুলকঃ দে দে, ছবি আর ডকুমেন্টস্গুলো ম্যাডামকে দিয়ে আসি।

প্রিয়াঙ্কাঃ চল্ আরাধ্যা তাহলে আমরা একটু ক্যান্টিন থেকে কফি খেয়ে আসি।

আরাধ্যাঃ হ্যাঁ মন্দ বলিস নি তো। চল্ চল্ ম্যাডামকে বলে আসি আর তোরা কেউ কি যাবি?

[এক এক করে সবাই বলে উঠল হ্যাঁ ভাই]

কৌস্তভঃ আমার ও খুব কফির পিপাসা, পাচ্ছে ।

দৃশ্য পরিবর্তন

ক্যান্টিনে প্রবেশ

আরাধ্যাঃ গণেশদা আমাদের দশটা কফি, আর দশটা ভেজিটেবিল চপ দিন না। [ক্যান্টিনে কোলাহলের আওয়াজ, চামচ দিয়ে চায়ের কাপে চা ঘাঁটার আওয়াজ]

কৌস্তভঃ কিরে তোদের সেমিনারে যাওয়ার ব্যাগপত্র গুছিয়ে ফেলেছিস?

শুভাঙ্গীঃ না,না কিছুঁই হয়নি । আমি ভাবছি , আজ ক্লাস করে বাড়িতে গিয়েই ব্যাগপত্র গুছিয়ে ফেলব ,

রূপলেখাঃ হ্যাঁ আমি ও তাই কলেজ থেকে গিয়ে (Major Climate agreements) এর উপর নেটে সাচ্ করতে করতেই সময় চলে যাচ্ছে।

তবে এবার ঠিক করে নিয়েছি যে ব্যাগ আর বেশি ভারী করব না।

যতটুকু প্রয়োজন তত টুকুই নে, তবে ল্যাপটপ তা নেবই।

প্রিয়াঙ্কাঃ এই শোন এখানে কিন্তু বেশী দেরী করা যাবে না। তাড়াতাড়ি ডিপার্টমেন্টে যেতে হবে। ম্যাডামের কাছে থেকে বিষয়গুলো বুঝে নিতে হবে।

পুলকঃ তবে কি বলত গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু চুক্তির উপর কিছু বই আর জানাল তুলতে হবে।

আরাধ্যাঃ একদম ঠিক কথা বলেছিস।

পুলকঃ চল্ হলো রে এবার তাহলে ডিপার্টমেন্টে যাওয়া যাক।

কৌস্তভঃ চল্ চল্

দৃশ্য পরিবর্তন

ম্যাডামঃ যাক্, একটা কাজ হয়ে গেল (হাসি)

তোমাদের টিকিট বুকিং এর কাজটা হয়ে গেল (বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলা)

মানে আমরা সবাই একই কামড়ায় থাকব,(আনন্দের সাথে)

আগামীকালই উনি টিকিটগুলো দিয়ে যাবেন।

আর শোনো তোমরা মন দিয়ে। আগামীকাল তোমাদের ক্লাস নেবেন ত্রিলোচন বাবু, উনি আবহাওয়াবিদ্, আমার খুব পরিচিত। দীর্ঘদিন আবহাওয়া দপ্তরে আছেন, উনি তোমাদের (Major Climate agreements) ,মানে গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু চুক্তির উপর ক্লাস নেবেন। তোমাদের খুব উপকারে লাগবে। উনি আজই দিল্লী থেকে ফিরছেন। আর আগামীকালই আমাদের কলেজে আসবেন তোমাদের ক্লাস নিতে। সবাই সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে চলে এসো কিন্তু।

সবাই এক সাথে বলে উঠল থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাম, আমরা সবাই চলে আসব। চলো সবাই কাল দেখা হবে।

প্রিয়াঙ্কাঃ ম্যাডাম, গণেশ দা আসছেন

ম্যাডামঃ হ্যাঁ বলুন গণেশ দা

গণেশ দাঃ ঐ যে ম্যাম আপনি বিকালে দেখা করতে বলেছিলেন,

ম্যাডামঃ হ্যাঁ গণেশ দা, আজ আমাদের কত বিল হয়েছে।

গণেশ দাঃ ম্যাডাম ঐ তো পনেরোটা কফি দেড়শো টাকা আর ত্রিশটা বিস্কুট ত্রিশ টাকা, মোট ম্যাডাম একশো আশি টাকা।

ম্যাডামঃ এই নিন আপনার এই একশো আশি টাকা, আর শুনুন আগামীকাল বাইরে থেকে একজন স্যার আসবেন ভালো কাপপ্লেটে কফি দেবেন কিন্তু।

গণেশ দাঃ সে আর বলতে ম্যাম (হেঁসে গদ গদ)

গণেশ দাঃ ম্যাডাম, কাল আবার সেমিনার টেমিনার আছে নাকি?

ম্যাডামঃ না না, আগামীকাল একটা স্পেশাল ক্লাস আছে।

গণেশ দাঃ ঠিক আছে ম্যাডাম। একটু ফোন করে দেবেন।

ম্যাডামঃ ও তোমরা সবাই তো চলে এসেছ বেশ,বেশ

ভেরিগুড , এখুনিই **স্যার চলে আসবেন।**

পরের দিন দৃশ্য বদল

(শর্মিষ্ঠা ম্যামের ফোনের রিং টোন) (যদি বন্ধু হও বাড়াও হাত)

শর্মিষ্ঠা ম্যামঃ এই দেখ বলতে বলতেই ফোন করেছে।

শর্মিষ্ঠা ম্যামঃ হ্যালো, আপনি চলে এসেছেন।

ত্রিলোচন স্যারঃ হ্যাঁ শর্মিষ্ঠা, আমি আপনাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লকের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি।

শর্মিষ্ঠা ম্যামঃ দাঁড়ান দাঁড়ান আমি আসছি।

ত্রিলোচন স্যারঃ নমস্কার, দারুণ তো আপনাদের কলেজটা এত্ত বড় ক্যাম্পাস বাবা তার উপর সাজানো গোছানো, সুন্দর ফুলের বাগান, স্বামী বিবেকান্দের বেশ বড়ো মূতি ,শুশ্রতা বাগান সবই আছে।

তারপর তো এদিকে দেখলাম বেশ অনেক ছাত্র ছাত্রী এন সি সি করছে

খুব সুন্দর লাগছিল , আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না (আবেগ তারিত হয়ে)

শর্মিষ্ঠা ম্যামঃ হেঁসে, হ্যাঁ চলুন ডিপার্টমেন্টে যাই,

ত্রিলোচন স্যারঃ না, না আগে ক্লাস রূমেই যাই চলুন, এখানেই সাড়ে দশটা বাজে।

শর্মিষ্ঠা ম্যামঃ একটু কফি

ত্রিলোচনা স্যারঃ ক্লাস রূমেই পাঠিয়ে দিতে বলুন স্টুডেন্টরা ওয়েট করছে।

(ক্লাসে প্রবেশ সবাই উঠে দাঁড়ানোর আওয়াজ)

গুড মর্নিং, এভরি বডি,

অপর দিক থেকে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা একসাথে বলে উঠল গুড মর্নিং স্যার।

ত্রিলোচন স্যারঃ আমি আগে তোমাদের সাথে পরিচয়ের পর্বটা সেরে ফেলি। আমি ত্রিলোচন আচার্য আমি দিল্লীতে মৌসম ভবনের সাথে যুক্ত আছি এই আর কি।

আচ্ছা এবার তোমাদের পরিচয় গুলো জেনে নিই। বলো এক এক করে।

স্যার আমি আরাধ্যা।

স্যার আমি সৃঞ্জয়ী, আমি প্রিয়াঙ্কা,

স্যার আমি সায়ন।

ত্রিলোচন স্যারঃ এই দিকে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি,

স্যার আমি রূপলেখা, স্যার কৌস্তভ, অর্ক স্যার আমি পুলক। স্যার আমি শুভাঙ্গী।

ত্রিলোচন স্যারঃ আজ আমি তোমাদের একটা গল্প বলতে এসেছি। মানে গল্পটা হলো গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু চুক্তির।

শর্মিষ্ঠা ম্যামঃ হ্যালো হ্যালো ক্যান্টিন, হ্যাঁ ম্যাম বলছিলাম, আমাদের কফি দুটো পাঠিয়ে দিন।

গণেশ দা, (জুতোর আওয়াজ করতে করতে ক্লাসরুমে প্রবেশ) আস্তে আস্তে)

এই নিন ম্যাম এটা আপনার, আর স্যারেরটা টেবিলেই দিয়ে দিই।

শর্মিষ্ঠা ম্যামঃ হ্যাঁ হ্যাঁ দিন।

ত্রিলোচন স্যারঃ (কফি খেতে খেতে) ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটো শহর বিশ্বের অনেকগুলি দেশ সম্মিলিতভাবে সমঝোতায় আসে যে তাদের উদ্দেশ্য একটাই যে যেন তেন উপায়ে উষ্ণতা বর্ধক গ্যাসের নির্গমন কমাতেই হবে।

(সবাই আস্তে আস্তে বলে উঠল হ্যাঁ স্যার)

ত্রিলোচনা স্যারঃ আর এই উষ্ণতা বর্ধক গ্যাসের নির্গমন কোন দেশ কতটা কমাবে তা নিয়ে একটি বিধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল যা কিয়োটো বিধি রূপেই পরিচিত।

আবার ইন্দোনেশিয়ায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন। রাষ্ট্রসংঘের ১৯০টি সদস্য দেশের দশ হাজারেরও বেশী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল বালির ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশনে।

তবে এই প্রথম, পরিবেশ সুরক্ষায় তৃতীয় বিশ্বের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বালি সম্মেলনে জোরালো হয়ে উঠল।

বালি ঘোষনা পত্রে উন্নয়নশীল এবং কম উন্নত দেশগুলিকে পরিবেশ রক্ষায় উৎসাহ দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ রোপণ জৈব বৈচিত্র রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে বলা হয়। জীবশ্ম জ্বালানীর থেকে যে দূষণ হচ্ছে সেই বিষয়েও এই সেমিনারে আলোকপাত করা হয়েছিল।

আরাধ্যাঃ আচ্ছা স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে।

ত্রিলোচন স্যারঃ হ্যাঁ বলো

আরাধ্যাঃ স্যার, স্যার আমার একটা প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে,মানে, মানে বলতে চাইছি

ত্রিলোচন স্যারঃ কি বলে ফেলো

আরাধ্যাঃ যন্ত্র দানবের আবিস্কার কি জলবায়ুগত পরিবর্তনের জন্য দায়ী?

ত্রিলোচন বাবুঃ বসো বসো, প্রথমেই বলি তুমি খুব একটা ভালো প্রশ্ন করেছ। তোমার নামটা কি যেন বললে?

আরাধ্যাঃ স্যার আরাধ্যা।

ত্রিলোচন স্যারঃ তুমি বসো আসছি তোমার প্রশ্নের উত্তরে।

হ্যাঁ যেটা বলছিলাম, ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে ক্রমশ পৃথিবী উষ্ণ হচ্ছিল এবং গত শতকের অর্থাৎ পরিবেশ বিজ্ঞানীরা গ্রীন হাউস এফেক্ট সম্পর্কে খুব চিন্তিত হয়ে উঠেছেন।

২০০৭ সালের ২২ নভেম্বর ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একটি মাস্টার প্ল্যান করা হয়েছে

আরাধ্যাঃ কি স্যার এই পরিকল্পনাটা আসলে কি রকম?

ত্রিলোচন স্যারঃ হেসে তোমার নামটা কী যেন আরাধ্যা না! বেশ ভালো প্রশ্ন করেছে, বুঝলে আরাধ্যা এই পরিকল্পনাটা হল, ইউরোপীয়ান স্ট্র্যাটেজিক এনার্জি টেকনোলজি প্ল্যান। অর্থাৎ এই পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে শিল্পসংস্থাগুলো তাদের শক্তির চাহিদা মেটাতে ও জলবায়ু পরিবর্তন রূখতে নিচুমাত্রার কার্বন নির্গমনকারী প্রযুক্তি ব্যবহার করবে।

অর্কঃ স্যার, তাহলে কি উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হবে?

ত্রিলোচন স্যারঃ না, না (হেসে) উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হবে না। বরং এই পরিকল্পনার মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে বাতাসে ২০ শতাংশ গ্রিণ হাউস গ্যাসের নির্গমন কমানো হবে। এবং তার সাথে সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমস্ত শক্তির ২০ শতাংশ পুনর্ভব শক্তির উৎস থেকে আসবে।

আর এই পরিকল্পনা সফল ভাবে রূপায়িত হলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাতাসে ৬০-৮০ শতাংশ গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন কমানো যাবে।

শুভাঙ্গীঃ স্যার ইন্টারনেটে (Internet) দেখছিলাম জাপান ও জার্মানি সৌরশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের থেকে অনেক এগিয়ে এসেছে।

রূপলেখাঃ হ্যাঁ স্যার, আমিও দেখেছি ব্রাজিল তো এখন খনিজ তেলের উপর নির্ভরযোগ্যতা অনেকাংশে কমিয়ে ফেলেছে,তারা ভুট্টা থেকে ইথানল তৈরী করে তা থেকে শক্তি উৎপাদন করছে।

ত্রিলোচন স্যারঃ হু, তুমি ঠিক বলেছ, শুধু জাপান, জার্মানিই বা কেন, পৃথিবীর বেশ কিছু দেশ তো কার্বন জ্বালানীর বদলে পুনর্ভব শক্তির উৎস খোঁজ করছে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কয়লা চালিত এমন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী করছে যেখান থেকে ক্ষতিকর, দূষণকারী কালো ধোঁয়া মিশবে না আর মিশলেও তার পরিমাণ হবে অতি সামান্য।

সায়নঃ আচ্ছা স্যার এই সমস্ত কিছুই তারা করছে কেবল শক্তি সঞ্চয়ের জন্য?

জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাব থেকে তাদের নিজের দেশের সুরক্ষার জন্য।

ত্রিলোচন স্যারঃ হু, অবশ্যই, তাই তো কিছু অভ্যাস ঝেড়ে ফেলতে হবে, অর্থাৎ বাতাসে যতটা সম্ভব কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। যেমন বিকল্প পুনর্ভব শক্তি ব্যবহার করা, তার সাথে সাথে বনজঙ্গল রক্ষা করা এবং পরিবেশ বান্ধব ভোগ্যপণ্য ব্যবহার করা তাই প্রচলিত বাল্বের পরিবর্তে কমপ্যাক্ত ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প ব্যবহার করা, সাইকেল চালানো।

এছাড়াও আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে সেটা কি বলতো? স্যার অনেক অনেক গাছ লাগানো?

ত্রিলোচন স্যারঃ একদম ঠিক বলেছ, গাছই পারে পৃথিবীর সমস্ত দূষণ রোধ করে পরিবেশকে সুস্থ সুন্দর আর শীতল করে তুলতে।

সৃঞ্জয়ীঃ স্যার এই যে পৃথিবী জুড়ে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারনে জলবায়ুগত পরিবর্তন ; গ্রীন হাউস গ্যাসের ব্যবহারের ফলে বায়ুদূষন এগুলোর নির্বিচারে নির্গমন রুখতে এই সব নিয়ে তো অনেক আন্তর্জাতিক চুক্তি তো হয়েছে স্যার, যেমন কিয়োটো প্রোটোকল। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এক আন্তরিক প্রচেষ্টা।

ত্রিলোচন স্যারঃ হ্যা তুমি ঠিক ধরেছ, তবে এটি ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কার্যকরী হয়েছিল, মূলত

এই চুক্তিতে পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলি যে বাতাসে সীমাহীনভাবে যে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন করত সে বিষয়ে এক লাগাম টানা হয়েছে, কিয়োটো প্রোটোকলে পৃথিবীর শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে যে চিরকালীন বিভেদ ছিল তা কিন্তু কমাতে পারে নি।

রূপলেখাঃ স্যার তাহলে তো মানে আমরা খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি।

ত্রিলোচন স্যারঃ হু, সত্যিই আমরা কঠিন পরিস্থিতির দিকেই এগোচ্ছি। (গম্ভীর গলায়)

বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান বেড়ে যাওয়ায় ওজোন স্তরের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। মানুষের মধ্যে বাড়ছে ক্যান্সারের প্রবণতা, তার সাথে সাথে ক্ষতি করছে ফুসফুস, হৃদযন্ত্র, লিভার এবং কিডনিরও। তাই শিশুদের মধ্যেও বাড়ছে হাঁপানি। অর্থাৎ কিয়োটো প্রোটোকল কিন্তু পৃথিবীর উন্নয়ন ও উন্নতশীল দেশগুলোর মধ্যে চিরকালীন বিভেদ তা একটুও কমাতে পারেনি। কিয়োটো প্রোটোকলে বলা হয়েছিল

২০০৮ সাল থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের তুলনায় কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান ৫ শতাংশ কমিয়ে ফেলতে।

ত্রিলোচন স্যারঃ কিন্তু আমরা কি দেখতে পেলাম?

দেখতে পেলাম যে উন্নয়নশীল দেশগুলি বাতাসে কী পরিমান কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন করতে পারবে সে ব্যাপারেও স্পষ্ট করে কিছুই বলা নেই!

কিয়োটো প্রোটোকল নিঃসন্দেহে জলবায়ুর পরিবর্তন রুখতে প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল।

জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাব থেকে তাদের নিজের দেশের সুরক্ষার জন্য আসলে বাতাসে গ্রীণ হাউস গ্যাসের নির্গমন কমিয়ে এনে আর্ত এই গ্রহটিকে বাঁচাতে হলে কেবল উন্নত নয়, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে।

শর্মিষ্ঠা ম্যামঃ স্যার দেড়টা কিন্তু বেজে গিয়েছে। এবার একটু লাঞ্চ ব্রেক দেবেন (হাসি)।

ত্রিলোচন স্যারঃ হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চই নিশ্চই। আমারও যেন কেমন খিদে খিদে পাচ্ছে এবার। তোমাদের সাথে গল্প এত জমে উঠেছিল- (হাসি, হা হা করে)

শর্মিষ্ঠা ম্যামঃ তোমরাও আমাদের সাথেই লাঞ্চ করবে কেমন, চলো গেট রেডি চলো চলো আর দেরী নয় (সবাই এক সাথে উঃ খুব খিদে পেয়েছে চল্ চল্ গুঞ্জন)

শর্মিষ্ঠা ম্যামঃ এই শোন সবাই সোয়া দুটোয় আমরা আবার মিট করব কিন্তু সবাই ক্লাসরুমে চলে আসবে।

সবাই একসাথে হ্যাঁ ম্যাম নিশ্চই ,

থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাম, - আমরা খাবো আর আসবো, আপনি চিন্তা করবেন না (দূর থেকে একসাথে বলছে)।

ক্যান্টিনে প্রবেশ (ক্যান্টিনের কোলাহল ছাত্র ছাত্রী দের ভিন্ন ভিন্ন খাবার অডার এর আওয়াজ)

শর্মিষ্ঠা ম্যামঃ গণেশ দা, আমাদের লাঞ্চ গুলো দিয়েদিন তাহলে

গণেশ দা, হ্যাঁ ম্যাম আপনারা বসুন বসুন...।।

স্যার, স্যার..... ম্যাডাম নিন ।

ত্রিলোচন স্যারঃ আপনি কি করে ছেন কি এত্ত কিছু আয়োজন

বাহ বাহ শুক্তটা খুব ভাল করেছে (খেতে খেতে) শুক্তটাই বা বলব কেন ডাল , মাচ, পনির প্রতিটি পদ ই দারুন হয়েছ ।

শর্মিষ্ঠা ম্যামঃ রূপলেখা, কৌস্তভ, পুলক, শুভাঙ্গী, আরাধ্যা তোমাদের আর কিছু লাগবে ?

(ছাত্র ছাত্রী রা এক সাথে বলে উঠল , না ম্যাম, আর কিছু নেব না।)

পুলকঃ আমাকে একটু চাটনি দিন না।

ত্রিলোচন স্যারঃ আপনার এই ছাত্র ছাত্রী দের মধ্যে খুব উৎসাহ আছে।

শর্মিষ্ঠা ম্যামঃ হ্যাঁ , ছাত্র ছাত্রী দের মধ্যে খুব উৎসাহ আছে।এই তো সবাই এর ই হয়ে গিয়েছে , বেশ বেশ সব কিছুই টাইমের সাথেই চলছে,

সব ছাত্র ছাত্রীরা একসাথে ম্যাডাম আমরা তাহলে ডিপার্টমেন্ট এ যাচ্ছি।

শর্মিষ্ঠা ম্যামঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ চলো চলো।

ত্রিলোচন স্যারঃ ক্লাসে প্রবেশ , তোমাদের সাথে বেশ ভালই কাটল প্রত্যেকের প্রতি আমার শুভ কামনা রইল , আবার দেখা হবে। আজ তাহলে আসি সবাই ভাল থেকো কেমন।

সায়নঃ স্যার , আমার একটা রিকোয়েষ্ট আছে

ত্রিলোচন স্যারঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ বলো

সায়নঃ স্যার আমরা একসাথে একটা ছবি তুলব

ত্রিলোচন স্যারঃ হ্যাঁ নিশ্চই

সায়নঃ রেডি সবাই বলে ক্যামেরার স্যাটারের আওয়াজ

ত্রিলোচন স্যারঃ ভালো থেকো সবাই আবার দেখা হবে কোনো সেমিনারে।